গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

স্মারক নংঃ ৩৪.০১.০০০০.০৩৮.৪২.১৭৭.২০১৫- ২২৯

তারিখঃ ২২ অগ্রহায়ন, ১৪২৩বং / ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ

ডবষয়ঃ আইএমইডি প্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশসমুহ বাস্তবায়ন প্রসংগে ।।

সূত্রঃ ৩৪.০৯১.০১৪.০০.০০.০১২.২০১২-২৮৮, তারিখঃ ১৪/১১/২০১৬খ্রিঃ।

সুত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিনিধি আইএমইডি কর্তৃক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায় -১ম সংশোধিত)" [Integrated Management of Resources for Poverty Alleviation Through Comprehensive Technology (IMPACT) (Phase-2)(1st Revised)] শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমুহ রয়েছে ঃ

সুপারিশঃ

০১. প্রকল্পটি সুষ্ঠু ও লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিবিড় তদারকি করতে হবে। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের আরও তৎপর ও সচেষ্ট হতে হবে। অবশিষ্ট প্রকল্প মেয়াদে প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করতে হবে এবং যেসব উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি অনেক কম পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ চিহ্নিত করে প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়কে (প্রযোজ্যতা অনুসারে)প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

০২. বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী/উৎসাহীদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত সাবসিডি পরিদর্শিত এলাকায় প্লান্ট স্থাপনকারী সবাইকে প্রদান না করার কারণ ও ব্যাখ্যা জানাতে হবে। এর পাশাপাশি প্রকল্প এলাকার সব জায়গায় প্লান্ট স্থাপনকারী সবার সাবসিডি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

০৩. উপকরনের পর্যাপ্ততা অনুযায়ী বায়োগ্যাস প্লান্টের আকার নির্ধারন এবং প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত গ্যাস গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবহারের কাজে ব্যক্তিগতভাবে এবং সীমিত পরিসরে(প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী)বাণিজ্যিকভাবে এ প্লান্টের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রচারনার মাধ্যম এর বিভিন্নমূখী ব্যবহার (বিদ্যুৎ উৎপাদন, কম্পোষ্ট সার তৈরী, মৎস খামারের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ইত্যাদি), সুফল, কার্যকারিতা এবং প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সর্ম্পকে সার্বিক তথ্য প্রদান/অবগত করতে হবে। ফলে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়বে, যুবরা আত্নকর্মসংস্থানে আগ্রহী হবে, প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজ হবে, সর্বোপরি প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের টেকসই উন্নয়ন হবে। এতে দেশে ইকো- সিস্টেমের উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে।

০৪. পরিবেশ দূষণসহ ছোট বাচ্চা ও গবাদি পশুর চলাচলের অসুবিধা ও ঝুঁকি রোধকল্পে বাস্তবায়িত বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত রেসিডুয়াল চৌবাচ্চা এবং উপকরণ জমা হওয়ার চৌবাচ্চা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং বাস্তবায়িতব্য প্লান্টে আর সিসি স্লাব/ঝুঁকিমুক্ত কোন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৫. মূলতঃখামারিরা (ডেইরি এবং পোল্ট্রি) সরাসরি প্রকল্পের উপকারভোগী এবং ঋণগ্রহীতা। এদের পরিবার কিছুটা স্বচ্ছল বলে ঋণ আদায়ের হার ১০০%। তাই খামারিদের মাঝে প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত ঋণ ব্যবহারের প্রবণতা/আগ্রহ বৃদ্ধি করে প্লান্ট স্থাপনে অনুপ্রানিত করতে হবে। এতে করে আর্বতক ঋণ তহবিলের পরিমাণও বাড়বে এবং অধিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

০২। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত সুপারিশসমুহ জরুরী ভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৭/১২/২০১৬

(মোঃ আঃ হামিদ খান)
প্রকল্প পরিচালক
ইমপ্যাক্ট (ফেজ-২) প্রকল্প
ফোন/ফ্যাক্স-৯৫৮৮৩৯২।
E-mail:pdimpactphase2dyd@gmail.com

প্রাপক
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
----------উপজেলা
----------জেলা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০১। মহাপরিচালক, আইএমইডি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০২। যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,----------জেলা।
০৪। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। অফিস কপি।